নাম - প্রতীক সাহা
শ্রেণি - ষষ্ঠ বিভাগ - ক
ক্রমিক নং: ৪৯

বিষয়-সূচি / সূচীপত্র

১। আমার ভাবনায় ভাষা দিবস ——— ৩-৪
২। 'বাংলা ভাষা উজ্জীবিত হলে' ——— ৬-৭
(একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিবৃত্ত)
৩। ভাষা আন্দোলন ——— ১০-১১
৪। কবিতা 'মাঁ' ——— ১২
৫। পাহাড়ের কোলে ——— ১৪
৬। ২০২৫ লক্ষ্য ——— ১৫
৭। যদি একটা পাখি হতাম ——— ১৬
৮। আমার প্রশ্ন ——— ১৮-১৯
৯। আমি যাদের খুঁজি ——— ২০
১০। মেঘো ——— ২৩-২৪
১১। অপুর কল্পনা ——— ২৬-২৭

"ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়ায়ে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ।। "

— আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে -
- ফেব্রুয়ারি
/ আব্দুল গফ্ফর চৌধুরী (১৯৫২)

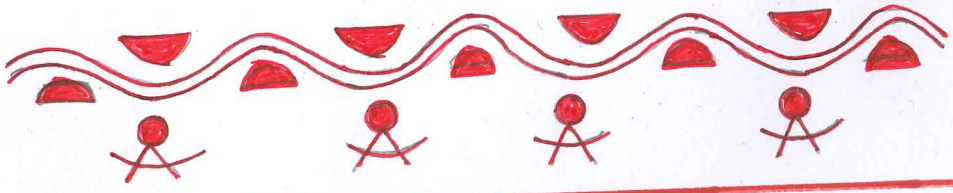

निबन्ध / प्रबन्ध ...

আমার ভাবনায় ভাষা দিবস

“[আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি” / আব্দুল গফ্ফার চৌধুরী]

২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুন ছাত্রদের তাজা রক্তে সিক্ত হয়ে বাংলা ভাষা পেয়েছিল তার সঠিক মর্যাদা। তাই ২১শে ফেব্রুয়ারী হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

ভাষা দিবস প্রতিটি ভাষাভাষি মানুষের কাছেই স্মরনীয় দিন। তাই ভাষা দিবসে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর নয়, মনের ঐকান্তিক ভালোবাসা ও সদিচ্ছার সঙ্গে এই দিনটির গুরুত্ব বিবেচনা করতে হবে। আজ প্রয়োজনের তাগিদে আমরা বিদেশী ভাষা শিখি, কিন্তু বিদেশী ভাষা শিক্ষার অর্থ কখনোই নিজের মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে নয়। আবেগে বা সুখে-দুঃখে আমরা নিজেদের অজান্তেই কিন্তু মাতৃভাষারই দ্বারস্থ হই। নিজের ভাষা আমাদের যে আনন্দ ও তৃপ্তি দেয় তা আর কিছুতেই মেলে না।

‘আ-মরি বাংলাভাষা’ তার সুগঠন ও আন্তরিকতায় বিশ্ব দরবার থেকে ছিনিয়ে এনেছে ‘বিশ্বের সর্বাধিক মধুর ভাষা’ শিরোপা। সে আজ সাবলীল। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অর্জিত মর্যাদা তাকে নতুন রূপে চিনিয়েছে বিশ্বজগতে। বহু বিদেশী পড়ুয়া আজ বাংলায় আসে বাংলা ভাষা শিখতে। সফিকুল, জব্বারদের স্বপ্ন যেন আজ বাস্তবায়িত।

আজ ২০১৬ খ্রীষ্টাব্দের এই ভাষা দিবসে আমরা পুনরায় স্মরণ করি সেই তরুণ শহীদদের। তাঁদের গর্বের ভাষার জয়পতাকাকে আমরা যেন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আমরা যেন নিজের মাতৃভাষা বাংলাকে নিজেদের অহংকার বলে মনে করি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আসামের বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষা আন্দোলন হয় ১৯শে মে ১৯৬১ সালে, অসমিয়া ভাষার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আসাম সরকারের দমনে ১১জন মারা যান ঐ দিন। তাই মাতৃভাষার গৌরব অক্ষুন্ন রেখে তাকে যথাযথ ভাবে লালন পালন করে বিশ্বদরবারে প্রকাশ করার গুরু দায়িত্বও আজ আমাদের।

"বাংলা আমার মাতৃভাষা
নাড়িতে পাই টান,
গর্ব করে বলি
আমি বাঙালী সন্তান।"

[প্রতুল মুখোপাধ্যায়]

অম্লীন চক্রবর্তী
সপ্তম শ্রেণি 'গ' বিভাগ

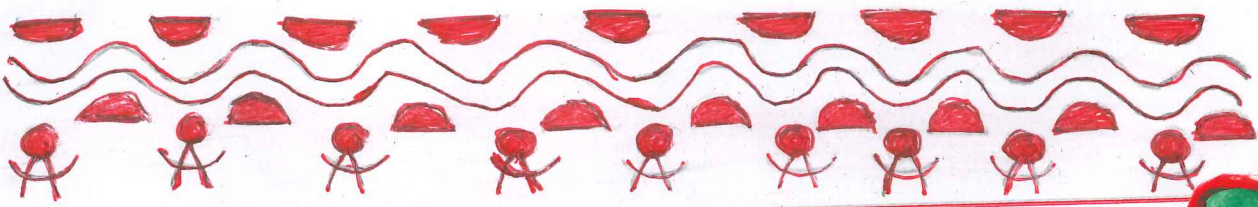

সাগ্নিক হালদার
সপ্তম শ্রেণি-
'গ' বিভাগ

'বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে'

একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিবৃত্ত

২১ শে ফেব্রুয়ারি দিনটির ইতিবৃত্ত লুকিয়ে আছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। কারণ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ছিল প্রকৃতপক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারির মাতৃভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি। সালটা ১৯৪৭, ভারতবর্ষ ভেঙে সৃষ্টি হল ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো দেশ। ভারত বিভাজনের সূত্রে বঙ্গপ্রদেশও সেদিন দ্বিখন্ডিত হয়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের তিন/চার বছরের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ শুরু করে। পূর্ববঙ্গের বাঙালী জাতিসত্তা ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অচিরেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে শুরু হল তীব্র বিতর্ক। পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাংলা ভাষী হওয়া সত্ত্বেও পাক সরকার উর্দু ভাষাকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করে। পাক সরকার বাংলা ভাষাকে পদানত করতে চাইলে পূর্ববঙ্গের বাংলা ভাষী মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা বাংলা ভাষা রক্ষার জন্য সেদিন পাক সরকারের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে।

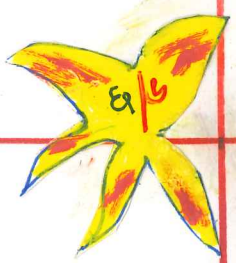

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সাল বাংলাদেশের আন্দোলনকারী ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল করলে পুলিশের সাথে তাদের সংঘর্ষ বেঁধে যায় এবং পুলিশের গুলিতে মারা যায় বেশ কিছু ছাত্র। তাদের মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ বাঙালী জাতি সেদিন পাক-বিরোধী সংগ্রাম শুরু করে তা ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়।

আব্দুল গাফফার চৌধুরী লিখলেন —

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি"

— না আমরা এই দিনটিকে ভুলতে পারিনি। ওই দিনটিকে আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের প্রতীক হিসাবে আমরা আজও ওই দিনটিকে শ্রদ্ধার সাথে পালন করি।

মৃন্ময় দে
ষষ্ঠ শ্রেণি 'ক' বিভাগ

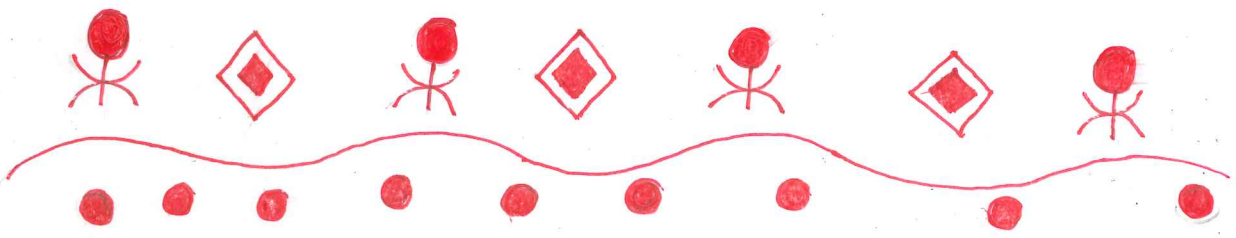

"এ ভাষার মান রাখিতে
হয় যদি বা জীবন দিতে
চার কোটি ভাই রক্ত দিয়ে
পুরাবে এর মনের আশা= "

— জসীমউদ্দীন

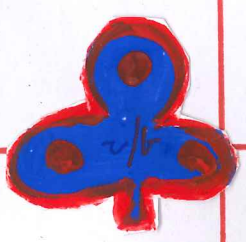

কবিতা /কবিতা...

ভাষা আন্দোলন

ভাষা আমাদের ভাষা,
এই ভাষাতেই গান গেয়ে কাজ করে কত কামার ও চাষা।
বাংলা আমাদের মাতৃভাষা,
এই ভাষার সঙ্গে জড়িয়ে কত মানুষের আশা।

কত গদ্য, কত কাব্য রচিত হয়েছে এই ভাষায়,
আজ এই ভাষা উঠেছে জেগে কত মানুষের
- ভালোবাসায়।

কাজী নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ ও শরৎ
এনাদের বাংলারচনায় সমৃদ্ধ হয়েছে ভারত।

দিনটি ছিল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি
ভাষা আন্দোলন পড়ল বাংলা সরকারে ভারী।

বাংলা হওয়া চাই মাতৃভাষা, এই ছিল তার পণ,
প্রতিবাদে হয়ে উঠল সব বাংলার জনগন।

২১ শে ফেব্রুয়ারির এই দিনটিকে ইউনেস্কো দিল
- স্বীকৃতি
মনে রাখতে ভাষা আন্দোলনের রক্তমাখা স্মৃতি।

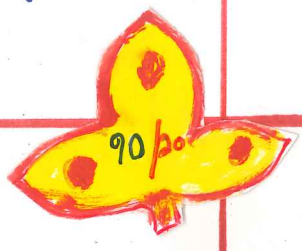

এই দিন আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস পালিত হয় বিশ্বে,
কত শহীদের বীরত্বের কাহিনীর শীর্ষে।

শ্বেতপ্রিয় সাউ
সপ্তম শ্রেণি, 'স' বিভাগ

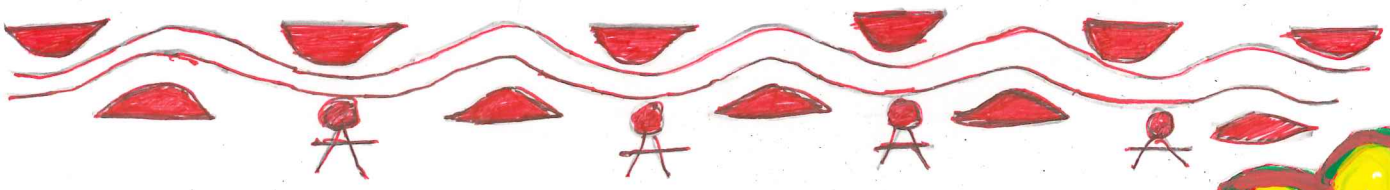

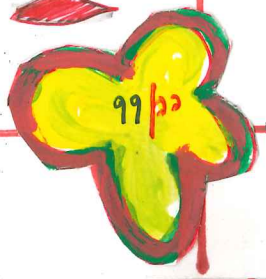

माँ

मेरी माँ तू कितनी प्यारी है
जग है अंधियारा तू उजियारी है
शहद से मीठी हैं तेरी बातें,
आशीष तेरे जैसे हो बरसाते
डाँट तेरे है मिर्ची से तीखी
तुझ बिन जिंदगी है कुछ फीकी
तेरी आँखों में छलकते प्यार के आँसू
अब मैं तुझसे मिलने को तरसूँ
माँ होती है भोली भाली
सबसे सुंदर प्यारी प्यारी।

- मुंजिर अहमद 7B
- देव प्रताप सिंह

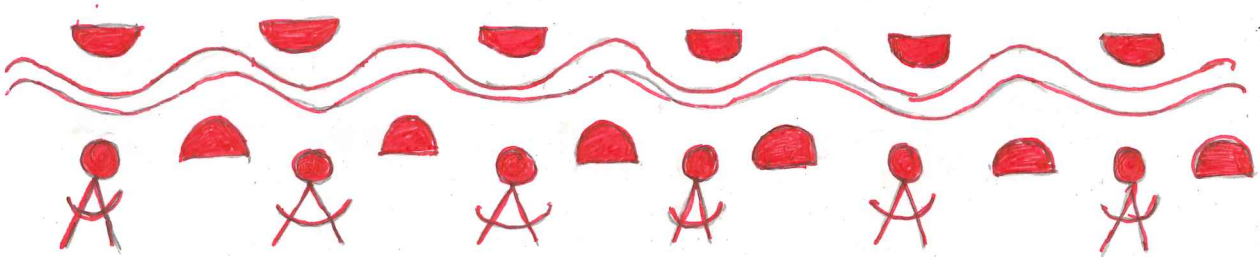

দেবদীপ্ত বর্মণ
ষষ্ঠ শ্রেণি 'গ' বিভাগ

পাহাড়ের কোলে

পাথরেও যে ফুল ফোটে
জেনেছি মোরা তোমায় দেখে।
তোমার কোলেই সূর্য ওঠে
তোমার কোলেই ঝর্ণা ছোটে।

প্রাচীন বনের ছায়ায় ঢেকে
পথটা যে যায় এঁকে বেঁকে।
সবুজ বনে বাইরে ভেতর
নামনা জানা ফুলের বাহার।

তোমার মেঘের নরম চাদর
বিছিয়ে দিয়ে করবে আদর।
ঝরনা দিয়ে শীতল পরশ
মনের মাঝে যাগায় হরষ।

শৃঙ্গ তোমার বরফ মোড়া
রবীর কীরণ আকাশ জোড়া।
তোমার জগৎ নয়তো মোটেই
আঁধার ঘন ঘুটঘুটে।

জীবন আমার থমকে গেছে
দণ্ড ছুটে যাই দণ্ড ফুটে
সুযোগ পেলেই তাই ছুটে যাই
তোমার কাছে একছুটে।

— Zunaid Hassan
6C

2026 लक्ष्य

होता है इस देश खेल मे कई मुश्किलो का सामना॥
कई लोग नहीं कर पाते हैं, पूरी अपनी कामना॥

जो लोग जी जान से
कोशिश करते हैं, वही लोग तो,
बेझिझक, आगे बढ़ते हैं॥

यहाँ आलसिओं के लिए कोई जगह नहीं होती॥
यहाँ तो बस जीत की मूल्य ही होती॥

इतनी मुश्किल से आए थे,
हम यहाँ, से नहीं जाएँगे खाली हाथ,
अपने घर के वहाँ॥

अब रख देना है ट्रोफी हमारे देश में॥
रहना है इस घर में विजेता के वेश में॥

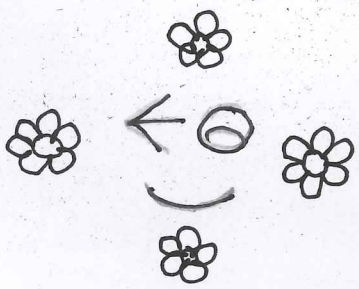

- Neil Mitra
7B

যদি একটা পায়রা হতাম

আমি যদি একটা পায়রা হতাম,
উড়ে বেড়াতাম শুধু নীল আকাশে,
না থাকত কোনো সীমান্ত,
না কোনো দিগন্ত,
কত পাহাড়, কত জঙ্গল,
কত নদী, কত সমুদ্র,
উড়ে উড়ে পেরোতাম
না থাকত কোনো সীমান্ত,
না কোনো দিগন্ত,
পুরো পৃথিবী আমি ঘুরে বেড়াতাম,
উড়ে উড়ে
শুধু একবার যদি আমি পায়রা হতাম।

সয়ীদ তনবীর রহমান
সপ্তম শ্রেনি • গ বিভাগ

আমার প্রশ্ন

এক সুন্দর শীতের দুপুরে,
ঘুমিয়েছিলাম মায়ের পাশে
হঠাৎ এক বিকট শব্দে যেন
ঘুম ভাঙিয়ে দিল আমার
দেখি কিছু দুষ্টু লোকে
অনেক শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে দিল
চিরতরে।

আমি ভেবে অবাক হলাম
মায়ের আড়ালে গিয়ে লুকোলাম;
এমনও কী হতে পারে?
কিছু লোকে কী নিজের স্বার্থে
ফুলকেও কী পিষে মারতে পারে?

ফুলের বাগান সাজিয়ে ছিলো
খুশিতে আনন্দে মেতে ছিলো

সেই শিশুদের কী কোন দোষ ছিল?
তবে কেন এমন হলো?

ধর্ম ধর্ম ধর্ম করে
দেশটা যে অধর্ম হলো,
কোন ধর্মে লেখা আছে
শিক্ষা যে পাপ হলো?

ধর্ম অধর্ম জানি না কিছু
আমরা চাই ভালোবাসা
আমার প্রশ্ন সবার তরে:-
কেন শিশুদের মরতে হলো?

দেবায়ন দেউরি
সপ্তম শ্রেণি, 'গ' বিভাগ

আমি যাঁদের খুঁজি

আমি তাঁদের সম্মান করি
তাদের সমস্ত কষ্ট অনুভব করি
তাঁদের বন্ধুত্ব ভালবাসি.....
মধুর সঙ্গ পেয়ে মনে আনন্দ পাই।
তাই তাদের নামগুলিকে সযত্নে অন্তরে গাঁথি,
তাঁরাও আমাকে সম্মান করেন
দুঃখ কষ্ট আমাকে জানান
তারা যে আমার বন্ধু, অতি একান্তর,
অভিন্ন হৃদয় অনুরাগিত তরঙ্গ সত্তা
তারা সুন্দর.... সর্বসেরা... প্রিয়জন...
নিকটতম সারাজীবন ॥

- সায়ন্তন গাঙ্গুলি
VI C, 23

20/20

29/23

"
উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
"ভয় নাই ওরে ভয় নাই—
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"
"

— সুপ্রভাত / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

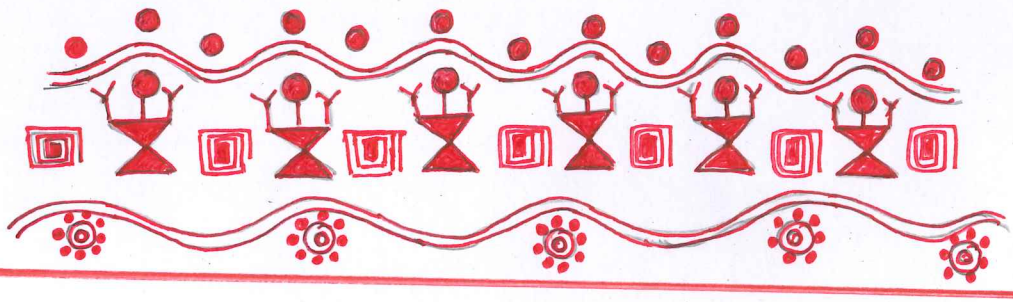

লঘুকথা / ছোটগল্প...

মেছো

দবস্মিত ঘোষ আমার প্রিয় বন্ধু ছিল। স্কুলে আমরা তাকে 'মেছো' বলে ডাকতাম, তার মাছ ধরার শখের জন্য। আমি দীপ রায়, সেন্ট কনভেন্ট স্কুলে পড়ি, সপ্তম শ্রেণীতে, মেছোও আমার সাথে পড়ত। পাঠকের মনে এই প্রশ্ন জাগতেই পারে কেন আমি 'পড়ত' বলছি, কারন দেবস্মিত ওরফে মেছো কয়েক সপ্তাহ আগে মাছ ধরতে গিয়ে পুকুরে ডুবে মারা যায়। ঠিক পুকুরে ডুবে নয়, মেছো আমায় বলে যে কেউ তাকে মারার জন্যই ঠেলে ফেলে দেয়। পাঠকেরা এবার য়তো আমায় নিতান্তই পাগল ভাববে, মরার পর মানুষ কি বলতে পারে সেই ঘটনাই আজ আমি বলব, মেছো মারা যাবার দুদিন পর, আমি বাড়িতে একা, বাবা-মা কেউ এখনো ফেরেনি, আমি টি.ভি. দেখছিলাম, হঠাৎ টিভির র্দা কালো হয়ে যায়, এবং মেছো-র মুখ ভেসে ওঠে। আমি চ্যানেল বদলাতে গেলাম কিন্তু তা হল না, মেছো হেসে বলল, "জানি দিপু তুই আমায় দেখে বিরক্ত হচ্ছিস, য় পাস না, আমি শুধু তোকে কিছু কথা বলতে চাই।" আমি সাহস জুগিয়ে বললাম, "কী কথা?" মেছো বলতে শুরু করে, "আমি কিরকম মারা গেছি, তা কেউ জানে না, সবাই জানে আমি ডুবে মারা যাই কিন্তু আসল ঘটনাটি কেউ

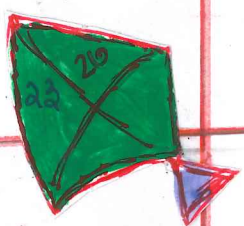

ানে না, তোকে তাই বলার জন্য আমার এখানে আসা।
কুরে যাওয়ার পথে পড়ে আমার এক মামার বাড়ি, সেদিন
াছ ধরতে গিয়ে আমি ভাবলাম মামার সঙ্গে দেখা
রে যাই, মামার বাড়ির কাছে আসতেই আমি ভেতর
থেকে ফিসফিসানির আওয়াজ শুনতে পাই, কান পাতলে
শুনি ভেতরে এক গুন্ডা গোছের লোক মামার সঙ্গে কথা
লছে, আমি ভয়ে পালানোর চেষ্টা করি কিন্তু লোকটি
মামার পায়ের শব্দ শুনে আমায় ধাওয়া করে এবং আমায়
ীঘ্রই ধরে ফেলে, মামা তাকে আমায় ছেড়ে দিতে বললে
স বলে যে সে কোনো পক্ষীকে ছেড়ে দিতে পারে না এবং
আমায় জলে ফেলে দেয়, আমি সাঁতার না জানায় ডুবে যাই
ই কাকু-কে বলে কিছু যদি করতে পারিস...। মামাকে
জিজ্ঞাসাবাদ করলে সব উত্তর পাওয়া যাবে।" এই বলে
লছো টিভির পর্দায় উধাও হয়ে গেল। বাবা-মা ফিরে এসেছে
আমি ছুটে গেলাম বাবার কাছে সব কিছু বলতে, আমার
প্রিয় বন্ধুকে সাহায্য করতে হবে তো...

ঋতপ্রিয় সাউ
সপ্তম শ্রেণি 'গ' বিভাগ

অপুর কল্পনা

স্কুল থেকে ফেরার পর থেকেই, অপুর মনটা আজ বড়ই খারাপ, স্কুল
ক ফিরেই, মায়ের কাছে জুটেছে এক বকুনি, আজ অপু ইমাজিনেশনের
জ পেয়েছে 'B'. ক্লাস টিচার, অন্তরা মিসও বকুনি দিয়েছেন, মাঠের ধারে
ন খেলা দেখতে সেই কথা গুলোই ভাবছিল অপু, আর ভাবছিল, বাবা
ফিস থেকে ফেরার পর তার কপালে আরো কত কী আছে, কে জানে!
ও সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে বাবা বিশেষ কিছু বললেন না, শুধুই গম্ভীর
য করে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কী ভাল করে ভাবতেও পার
অপু? অপুর যেন দুঃখে বুকটা ফেটে যাচ্ছিল, কোন রকমে কষ্টটা চেপে,
ড়ে নিয়ে ঠাকুমার কোলে মুখ লুকালো আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে
লল, ঠাকুমা অপুকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন কাঁদিসনে
ই, দেখবিনা এবার থেকে তুই আর আমি কল্পনা কল্পনা খেলব, তখন
ার তোকে কেউ হারাতে পারবে না, আজ রাতে পড়াশুনোর শেষে তুই -
মি ছাদে যাব এই খেলাটা খেলতে, রাত্রিবেলায় দুজনে পৌঁছোলো বাড়ির
দ, ঠাকুমা বললেন, বলতো অপু ঐ যে দূরে টিম টিম করছে তারাগুলো,
গুলো দেখে তোর কী মনে হচ্ছে? অপু কোনদিন রাতের আকাশ
ন করে দেখেইনি, আজ ঠাকুমার সাথে ছাদে এসে, ওর খুব ভাল
াগছিল, ও আকাশটাকে ঘুরে ঘুরে দেখছিল মনের আনন্দে, হঠাৎ অপু
কুমার হাত দুটো ধরে বলে উঠল ঠাকুমা দেখ, আকাশের তারা গুলো
খে মনে হচ্ছে একটা বিরাট গাছে যেন অনেক সাদা সাদা ফুল ফুটেছে,
ই শুনে, ঠাকুমা খুশিতে বললেন তাই নাকি দাদুভাই, তাহলে চাঁদ
মাটাকে তোমার কেমন লাগছে? অপু সাথে সাথেই বলল, ঠাকুমা
তো দেখে মনে হচ্ছে, মা সন্ধেবেলা বাটি ভর্তি করে দুধ দিয়েছে,
তোবড় বাটির দুধ আমি কী খেতে পারি, এই শুনে ঠাকুমা তো হেঁসেই

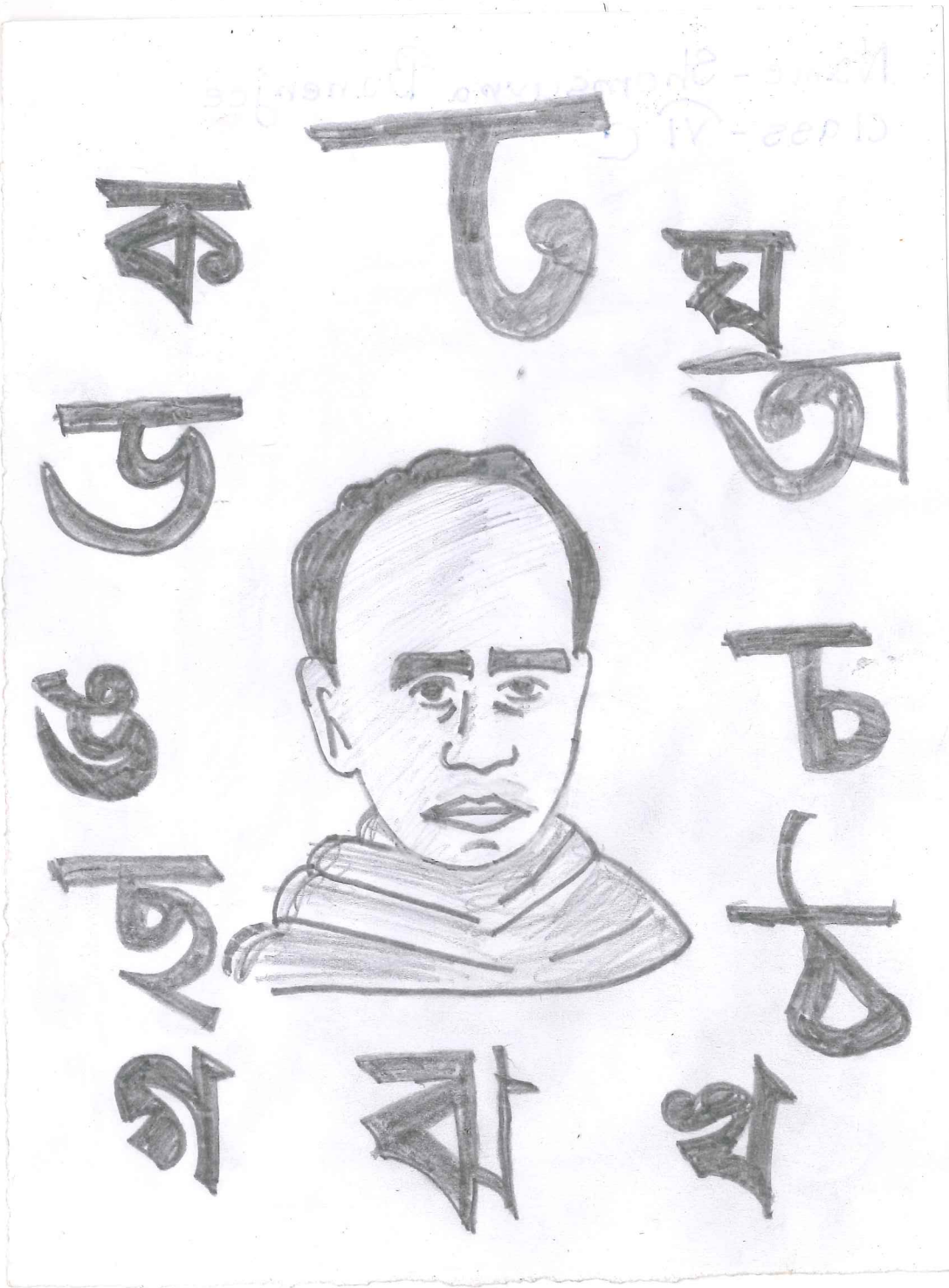

সোমসুন্দর ব্যানার্জী
ষষ্ঠ শ্রেণি- 'গ' বিভাগ